VOCAL MUSIC DEPARTMENT

COURSE - M.A. (Compulsory Course) (CBCS) 2020
Semester - 4.1; Group - A.
Teacher - Sri Partha Pratim Bhowmik.

3) Indian Musical Instruments

রুদ্রবীণা :-

রুদ্রবীণা , উত্তর ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের অন্তর্গত এমন একধরণের ততবাদ্যযন্ত্র (তার বাদ্যযন্ত্র), যা আকারে বৃহৎ এবং যে যন্ত্রের তারগুলি আঙ্গুলের আঘাতে বাজানো হয়। উত্তর ভারতীয় পরিমন্ডলে এই বাদ্যযন্ত্রকে বীণ ও বলা হয়ে থাকে।

ভারতীয় পুরান অনুসারে ভগবান শিব যখন পত্নী দেবী পার্বতীর অপূর্ব রূপসৌন্দর্য্যে ধ্যানমগ্ন, তখন ভগবান শিবের দ্বারাই এই বাদ্যযন্ত্রের উৎপত্তি হয়েছিল। প্রাচীন ভারতে, 'রৌদ্রবীণা' নামক একপ্রকার বাদ্যযন্ত্রের কথা জানা যায়। রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের মতে , রুদ্রবীণা হোল 'রবাব'-এর বিবর্তিত রূপ। কিন্তু রবাব ও রুদ্রবীণার মধ্যে বেশ কিছু পার্থক্য আছে। সম্ভবতঃ, রুদ্রবীণা, প্রাচীন রৌদ্রীবীণারই বিবর্তিত রূপ। যদিও রুদ্রবীণা ও রৌদ্রীবীণার মধ্যেও বেশ কিছু পার্থক্য দেখা যায়। আসলে , বর্তমানে প্রচলিত রুদ্রবীণারগঠন, বিংশ-শতাব্দীর খ্যাতনামা ধ্রুপদ গায়ক, ডাগর ঘরানার গুনী জিয়া মহিউদ্দীন ডাগরের দান।

রুদ্রবীণার অবয়ব নির্মিত হয়েছে সেগুন কাঠের একটি দীর্ঘ কাষ্ঠ নল দ্বারা; যা রুদ্রবীণাকে পূর্বের চেয়ে অনেক বেসি টেকসই করেছে এবং কাষ্ঠ দ্বারা নির্মিত হওয়ার কারণে রুদ্রবীণার ধ্বনিসৌন্দর্য্যকেও পূর্বের চেয়ে সমৃদ্ধতর

করেছে। দুটি বৃহৎ-বর্তুলাকার ফাঁপা শুস্ক লাউ রুদ্রবীণার কাষ্ঠ নলের দুই প্রান্তে আটকানো থাকে। কাষ্ঠনলের দৈর্ঘ্য ৫৪ থেকে ৬২ ইঞ্চি হয়ে থাকে। রুদ্রবীণার কাষ্ঠনলের উপরিভাগে একটি finger board থাকে , যার দৈর্ঘ্য মোটামুটি সারে তিন ফিট।

২৪ টি কাষ্ঠ-ঘাট (fret), finger board-এর উপরে আটকানো থাকে। fret গুলি বিশেষ ধরণের liquid wax (তরল মোম) দ্বারা এমনভাবে আটকানো হয়, যাতে নড়াচড়া করতে না পারে। পাতলা ধাতব পাত দ্বারা fret গুলি আচ্ছাদিত থাকে। অবশ্য fret-এর সংখ্যা নির্দিষ্ট নয় এবং তা শিল্পীর মতামতের উপর অনেকাংশেই নির্ভর করে।

রুদ্রবীণাতে ৭টি তার থাকে; যার মধ্যে ৪টি প্রধান তার ও বাকি ৩টি চিকারীর তার। দুটি চিকারী থাকে রুদ্রবীণার কাষ্ঠনলের ডানদিকে এবং ১টি চিকারীর তার থাকে বামদিকে। তারগুলি সবই, ৩টি কুকুভের সাহায্যে বীণার বদ্ধপ্রান্তে বাঁধা হয়। ৪টি প্রধান তার প্রথমে বদ্ধপ্রান্তে অবস্থিত main bridge(পূর্বমেরু)-র মধ্যে দিয়ে যায়। এরপর upper bridge (উত্তর মেরু)-র মধ্যে দিয়ে গিয়ে বীণার মুক্তপ্রান্তে অবস্থিত খুঁটিগুলিতে (পন্‌থি) বাঁধা হয়। চিকারীর তারগুলিকে কাষ্ঠনলের দুপাশে অবস্থিত দুটি side bridge -এর উপর দিয়ে টেনে নিয়ে গিয়ে দু পাশের চিকারী-খুঁটিতে বাঁধা হয়।

রুদ্রবীণা দুটি মিজরাব (plectrum) দ্বারা বাজানো হয়; ডানহাতের তর্জনী ও মধ্যমা - এই দুটি আঙ্গুলে মিজরাব আটকে রুদ্রবীণার প্রধান তারগুলি বাজানো হয় এবং চিকারীর তারগুলি বাজানো হয় কনিষ্ঠ-আঙ্গুলের নখের দ্বারা এবং বামদিকের চিকারীর তার বামহাতের কনিষ্ঠ-আঙ্গুলের নখের দ্বারা বাজানো হয়।

রুদ্রবীণা বাদনের সময়ে বীণাবাদক বজ্রাসনে বসবেন, এটি-ই প্রথাগত রীতি। তবে বজ্রাসন অনেক বাদকের কাছে কঠিন মনে হয় বলে, বহু বাদক সুখাসনে বসে রুদ্রবীণা বাজিয়ে থাকেন। বাদকের শরীরের কোণাকুণিভাবে রুদ্রবীণাকে এমন ভাবে দাঁড় করানো হয়, যাতে upper gourd টি অবলম্বন পায় এবং lower gourd টি বাদকের ডান হাঁটুর উপর বসানো থাকে; fingerboard বাদকের শরীরের কাছাকাছি থাকে।

রুদ্রবীণা একটি স্বতঃসিদ্ধ বাদ্যযন্ত্র। তবে, সহযোগী বাদ্যযন্ত্র রূপেও তার ব্যবহার প্রচলিত। মধ্যযুগের ভারতীয় সঙ্গীতে রুদ্রবীণা প্রবন্ধগানের সাথে বাজানো হোত এবং পরবর্তীকালে ধ্রুপদের সঙ্গেও রুদ্রবীণা বাজানো প্রচলিত ছিল। উত্তর ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে রুদ্রবীণার যে ঘরানার নামগুলি জানা যায়, তা হলো- সেনী, জয়পুর, ইন্দোর, কোলকাতা, ডাগর ইত্যাদি।

সেনী ঘরানার সূত্রপাত জাফর খাঁ-এর মাধ্যমে। এর দুই পুত্র নিসার আলি খাঁ ও সাদিক আলি খাঁ - এর মাধ্যমে এই বীণ ঘরানা সম্প্রসারিত হয়েছিল। জয়পুর ঘরানার সূত্রপাত হয়েছিল রজব আলি খাঁ-এর মাধ্যমে। রজব আলি খাঁ-এর রুদ্রবীণ শিক্ষা ইন্দোরের বন্দে আলি খাঁ-এর কাছে। ইন্দোর বীন ঘরানার প্রবর্তক এই বন্দে আলি খাঁ। এই ঘরানা বন্দে আলির শিষ্য-প্রশিষ্য মাধ্যমে সম্প্রসারিত হয়েছিল। কোলকাতা বীণ ঘরানার সূত্রপাত প্রমথনাথ বন্দোপাধ্যায়ের মাধ্যমে। প্রমথনাথের বীণ শিক্ষা রামপুর ঘরানার ওয়াজির খাঁ ও ইন্দোর ঘরানার মুরাদ আলি খাঁ- এর কাছে। এই ঘরানার সম্প্রসারণ প্রমথনাথ বন্দোপাধ্যায়ের শিষ্য পরম্পরায় সঙ্ঘটিত হয়েছিল। ডাগর বীণ ঘরানার সূত্রপাত ঘটিয়েছিলেন বেহরাম খাঁ। তিনি একাধারে ধ্রুপদ, খেয়াল, বীণ - সর্ব বিষয়েই সুপন্ডিত ছিলেন। ডাগর ঘরানার পরবর্তী গুণীরা প্রায় সকলেই বীণা বাদনে পারদর্শী ছিলেন।

প্রতিযশা রুদ্রবীণা বাদকদের মধ্যে রয়েছেন - বন্দে আলি খাঁ (ইন্দোর), মুরাদ আলি খাঁ (ইন্দোর), মুহম্মদ খাঁ (ইন্দোর), রজব আলি খাঁ (জয়পুর), জাফর খাঁ (সেনী), সাদিক আলি খাঁ (সেনী), প্রমথনাথ বন্দোপাধ্যায় (কোলকাতা), জিয়া মহিউদ্দীন ডাগর (ডাগর), বাহাউদ্দীন ডাগর (ডাগর), আবিদ হুসেন খাঁ (লক্ষ্ণৌ), আসাদ আলি খাঁ (গোয়ালিয়র), ওয়াজির খাঁ (রামপুর) প্রমুখ।

সরস্বতী বীণা :-

সরস্বতী বীণার নামকরণ দেবী সরস্বতীর নামে হয়েছে। দেবী সরস্বতীর হাতে সর্বদাই এই বীণা দেখতে পাওয়া যায়। সরস্বতী বীণার প্রয়োগ সচরাচর

কর্ণাটকী সঙ্গীতেই ঘটে; কখনো প্রথাগত সঙ্গীতে , কখনো আবার সমকালীন সঙ্গীতে। তবে সর্ব্বাধিক প্রয়োগ ঘটে কর্ণাটকী শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে। সরস্বতী বীণার বর্তমান প্রচলিত রূপটি প্রথম পাওয়া যায় তামিলনাড়ুর অন্তর্গত তাঞ্জাভুরের রাজা রঘুনাথ নায়েকের সময়ে। এই নব্য রূপের সরস্বতী বীণাতে ২৪টি fret রয়েছে। রাজা রঘুনাথ নায়েকের স্মরণে, সরস্বতী বীণাকে কখনো কখনো রঘুনাথ বীণা, আবার কখনো তাঞ্জোর বীণাও বলা হয়।

বর্তমান সরস্বতী বীণা প্রাচীন কিন্নরী বীণার বিবর্তিত রূপ। সরস্বতী বীণা ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানেই নির্মিত হয়; তবে তাঞ্জোরে নির্মিত বীণার ধ্বনি অত্যন্ত সুলললিত, গোলাপ কাঠের কাঠামোয় আঙ্গুলের দ্বারা সৃষ্ট সুর অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবে শ্রোতাদের আবিষ্ট করে।

সরস্বতী বীণার দৈর্ঘ্য মোটামুটিভাবে ৪ ফুট। এই বীণার গঠনে পাওয়া যায় কাঠাল কাঠের একটি বৃহৎ খন্ড থেকে খোদাই করা, ভেতরে ফাঁপা, গোলাকার একটি ধ্বনিকোষ; গোলাপ কাঠের তৈরি ফাঁপা, সরু-গলা একটি নল, যাতে ২৪টি ছিদ্র আছে এবং ঐ ছিদ্রগুলিতে কাঁসা অথবা পিতলের ২৪টি fret বিশেষ ধরণের মোম দ্বারা আটকানো থাকে। উক্ত নলটি উপরের দিকে ক্রমশঃ সরুহয়ে ওঠে এবং ঐ নলটির নিচে কাঠাল কাঠ নির্মিত একটি ফাঁপা, লম্বা নল আটকানো থাকে, যাকে বলে Tuning box । Tuning box-এর শেষপ্রান্তে নিচের দিকে বাঁকানো থাকে।

সচরসচর সরস্বতী বীণাতে দুই প্রকার কাঠের ব্যবহার ঘটে। যদি শুধুমাত্র কাঠাল কাঠের দ্বারা সমগ্র বীণাটি গঠত হয়, তাকে বলে একান্ত বীণা। 2 x 2 x 2 ইঞ্চি মাপের একটি ছোট wooden bridge একটি ছোট উত্তল, পিতলের plate -এর উপর আটকানো থাকে, যার উপর দিয়ে সরস্বতী বীণার তার গুলি টেনে উপরের দিকে নেওয়া হয়। ধ্বনিকোষের top board -এ সচরাচর দুটি গোলাপাকৃতির নকশা করা থাকে। উপরোক্ত wooden bridge টিকেই সরস্বতী বীণার পূর্বমেরু বলা হয়। বীণা দন্ডের (যা কাঠাল কাঠের তৈরি) মুক্ত প্রান্তের নীচে একটি ছোট গোলাকার wooden structure আটকানো থাকে। এর সাহায্যে বীণার গঠন-সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পায় এবং বীণা বাদনকালে বীণাটিকে বাদকের কোলের উপর নির্দিষ্ট position -এ ধরে রাখতে

সুবিধা হয়। wooden structure-এর পরিবর্তে কখনো আবার ছোট মাপের লাউয়ের ব্যবহারও ঘটে।

ধ্বনিকোষের শেষপ্রান্তে অবস্থিত সংযোজক থেকে টেনে আনা ৪টি প্রধান তার wooden bridge অর্থাৎ উত্তর মেরুর উপর দিয়ে টেনে নিয়ে , গোলাপকাঠের তৈরী fret board -এর উপর দিয়ে টেনে নিয়ে Tuning box -এর শেষ প্রান্তে ৪টি বড় খুঁটিতে আটকানো থাকে। খুঁটিতে আটকানোর আগে তারগুলিকে একটি ছোট bridge এর ছিদ্রের মধ্যে দিয়ে pass করানো হয়। এই ছোট bridge টিকে বলে উত্তরমেরু। তিনটি চিকারীর তার বীণা দন্ডের (কাঠাল কাঠের তৈরী) ডানদিকে একটি বাঁকানো side bridge এর উপর দিয়ে টেনে এনে ৩টি পৃথক খুঁটিতে আটকানো হয়। সাতটি তারই steel এর তার; একেবারে বামদিকের প্রধান তারটি একটু মোটা steel এর হয়ে থাকে।

বীণাবাদন কালে বাদক দুটি পা আড়াআড়িভাবে ভাঁজ করে সুখাসনে বসেন। বীণাটিকে বাদক শরীরের থেকে সামান্য দুরে রাখেন। বীণার মুক্ত প্রান্ত (উপরের অংশ) তার গোলাকার wooden structure-সহ বাদকের বামদিকের হাঁটুর উপর রাখা থাকে; বাদক Tuning box -এর নিচে দিয়ে বামহাত এনে ঘুরিয়ে fret board -এর উপরে রাখেন এবং প্রয়োজনমতো অঙ্গুলি চালনা করেন। বাদকের ডানহাতের করতল ধ্বনিকোষের উপরিভাগে থাকে এবং প্রয়োজন মতো তার টেনে সুর সৃষ্টি করেন। চিকারীর তারগুলি কনিষ্ঠ আঙ্গুলের সাহায্যে বাজানো হয়। পুর্বমেরুর নীচেকার বড় ধ্বনিকোষটি বাদকের ডানহাঁটুর পাশে মেঝেতে রাখা থাকে।

সরস্বতী বীণা প্রধানতঃ দক্ষিণ ভারতীয় সঙ্গীতের উপাদান স্বরূপ। দক্ষিণ ভারতীয় সঙ্গীতে কোনো ঘরানার অস্তিত্ব পাওয়া যায় না।

প্রতিযশা সরস্বতী বীণা বাদকেরা হলেন - বীণা ধনম্মল, জয়ন্তী কুমারেশ, পূণ্য শ্রীনিবাস, রাজেশ বৈদ্য, ই গায়ত্রী প্রমুখ।

সরস্বতী বীণা একটি সতঃসিদ্ধ বাদ্যযন্ত্র। তবে সহযোগী বাদ্যরূপেও এর প্রয়োগ ঘটে। পদম, কীর্তনম, আলাপনম প্রভৃতি নানবিধ কর্ণাটকী সঙ্গীতে সরস্বতী বীণা সহযোগী বাদ্যরূপে বাজে।